অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের জানাজা অনুষ্ঠিত

প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সুপ্রিম কোর্ট গার্ডেনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিবৃন্দ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, আইজিপি বেনজীর আহমদসহ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কফিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

জানাজা শেষে মরদেহ মিরপুরে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে। এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাহবুবে আলম ইন্তেকাল করেন। করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) আক্রান্ত হওয়ার পর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলা, সংবিধানের পঞ্চম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলা, যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো মানবতাবিরোধী অপরাধীদের মামলা, পিলখানা হত্যাকান্ড মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মামলা রাষ্ট্রপক্ষে পরিচালনা করেছেন মাহবুবে আলম।

২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে নিযুক্ত হন তিনি। ২০১৪ সালের ১৩ জানুয়ারি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে পাঁচ বছর পূর্ণ হয় তার। এরপর আরেক দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে এই পদে বহাল রাখা হয়। আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত দীর্ঘ মেয়াদে আর কোনো অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের রেকর্ড নেই।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

রাতে আচমকা কেঁপে উঠল লাদাখ

সীমান্ত এলাকা লাদাখ নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা এখনও বিরাজমান। এরই মধ্যেই রবিবার রাতে আচমকা কেঁপে উঠল হিমশীতল লাদাখ।

স্থানীয় সময় রবিবার দিবাগত রাত ১০ টা ৫৭ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয় লাদাখ অঞ্চলে।

জানা গেছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.১। উৎসস্থলের গভীরতা ছিল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার নীচে।

এই কম্পনে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে রবিবার সকালেই এই অঞ্চলে আরও একটা ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৩.৭। এছাড়া গত শুক্রবারও লাদাখে ৫.৪ মাত্রার আরও একটি কম্পন অনুভূত হয়। সূত্র: ইন্ডিয়া টিভি

ভারত লাদাখে টি-৯০ যুদ্ধট্যাংক মোতায়েন করেছে

চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে এবার ভারত লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যুদ্ধট্যাংক মোতায়েন করেছে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এএনআইয়ের প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ভারত নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে চুমার-ডেমচকে একাধিক টি-৯০ যুদ্ধট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন করেছে।

এছাড়াও বিএমপি-২ দ্বিতীয় প্রজন্মের ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকল ও টি-৭২ ট্যাংকও প্রস্তুত রেখেছে ভারতীয় বাহিনী।

সম্প্রতি সীমান্ত নিয়ে চরম বিরোধ আকার ধারণ করে ভারত ও চীনের

মধ্যে। এর মধ্যে এক দফা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এরপর কয়েক দফা বৈঠকেও বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি।

এদিকে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেকোনও পদক্ষেপ নিতে পারে ভারতীয় বাহিনী। এতকিছুর পরও সীমান্ত থেকে সেনা সরাতে (ডিসএনগেজমেন্ট) সায় দেয়নি চীনের পিপলস আর্মি।

ভারতীয় সেনা সূত্র জানায়, কালা টপের দখল নিতে না পেরে চীনের সেনাবাহিনী এখন পাহাড়ি পাদদেশগুলোতে নিজেদের যুদ্ধট্যাংক সাজাচ্ছে। মলডো থেকে হেভি ওয়েট ট্যাংক, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থাকুংয়ের দিকে এগোতে দেখা গেছে তাদের।

এ বিষয়ে ভারতের ১৪ নম্বর কোরের চিফ স্টাফ মেজর জেনারেল অরবিন্দ কাপুর জানান, সীমান্ত এলাকা ও প্যাঙ্গং হ্রদের দুই পাড়েরই পাহাড়ি এলাকায় যুদ্ধট্যাংক মোতায়েন করা হচ্ছে। শীতের আগেই এই প্রস্তুতি সেরে রাখছে ভারতীয় বাহিনী।

সূত্র: এএনআই

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ: বড়ভাইদের ছত্রছায়ায় অপরাধ জগতে পা রাখে রনি

সিলেটের প্রাচীনতম বিদ্যাপিঠ এমসি কলেজে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গণধর্ষণের ঘটনায় ইতোমধ্যে ৬ জন চিহ্নিত হয়েছেন। তারা সকলেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জের শাহ্ জাহাঙ্গীরের ছেলে শাহ্ মাহবুবুর রহমান রনি। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার কারণে রনি ও তার পরিবারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন এলাকার লোকজনসহ জেলাবাসী। পাশাপাশি রনিকে ধরিয়ে দিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার-

প্রচারণা করছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ।

অনুসন্ধ্যানে জানা যায়, শাহ্ মাহবুবুর রহমান রনি শায়েস্তাগঞ্জ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে এমসি কলেজে স্নাতকোত্তর অধ্যায়নরত। পড়ালেখায় মেধাবী রনি ছোটবেলায় অনেকটা শান্ত স্বভাবের ছিল। তবে কলেজে উঠার সাথে সাথে তার স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের নেশা, বখেটেপনা, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তবে এলাকায় থাকাকালীন রাজনীতিতে সে ততটা সক্রিয় ছিল না।

সিলেট যাওয়ার পর বড়ভাইদের ছত্র-ছায়ায় সেই রনি হয়ে উঠেন বেপরোয়া। ছাত্রলীগের সাথে সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি এম সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে তুলেছে একটি ‘গ্যাং’। যে ‘গ্যাং’য়ের অন্যতম সদস্য শায়েস্তাগঞ্জের এই বখাটে রনি। এই ‘গ্যাং’টি ছিল এমসি কলেজ এলাকার আতঙ্ক। এমসি কলেজের ছাত্রাবাস ভাঙচুর ও পোড়ানোর সাথেও এই ‘গ্যাং’টি জড়িত ছিল বলে জানান শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি ব্যবসায়িদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা তুলতেন তারা। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেয়ারও।

যারা এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়েছেন তারা জানেন, বিকেলে ক্যাম্পাসের অন্যতম আতঙ্ক ‘ছিনতাই’। এমসি কলেজের ক্যাম্পাসটি অত্যান্ত দৃষ্টিনন্দন হওয়ায় সেখানে প্রতিদিন বিকেলে অনেক মানুষ ঘুরতে যান। সেই পর্যটকদের টাকা, মোবাইল, মোটরসাইকেল, দামি হাতঘড়ি, নারীদের সোনা-গহনা ছিনতাইয়ের মূল চক্র ছিল ‘সাইফুর গ্যাং’। যার অন্যতম সহযোগী ছিলো রনি।

এলাকাবাসীর দাবি, রনির উপর ভর করে তার পরিবার ‘আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ’ হয়েছে। সিলেটে চাঁদাবাজি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে প্রতি মাসে মোটা অংকের টাকা বাড়িতে পাঠাত রনি। এলাকায় আসলে নিজেকে অনেক বড় ছাত্রলীগ নেতা দাবি করত সে। এলাকার বখাটেদের নিয়ে বেপরোয়া চলাফেরা ও রাতে নেশার আড্ডা বসাতো। কোমরে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরাই ছিল তার ‘লাইফস্টাইল’।

এদিকে, এমন ন্যাক্কারজন ঘটনার সাথে হবিগঞ্জের রনি জড়িত থাকায় লজ্জিত হয়েছেন জেলাবাসী। রনি ও তার পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। পাশাপাশি রনিকে ‘কুলাঙ্গার’ উপাধি দিয়ে ধরিয়ে দিতে ফেসবুকে তার ছবিসহ

স্ট্যাটাস দিচ্ছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ। নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এলাকাবাসীও।

তবে রহস্যজনক কারণে রনির পক্ষে ‘সাফাই’ গাইলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আব্দুল গফফুর। তিনি বলেন, রনির বাবার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক। বলতে গেলে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। আমার জানামতে, রনি ভালো ছেলে। সে অনেক মেধাবী এবং শান্ত স্বভাবের ছিল। সিলেটের ঘটনাটি শুনে আমি অবাক হয়েছি। সে এমন কাজ করতে পারে না।’

এলাকার যুবসমাজের দাবি, রনি এলাকায় আসলে বখাটের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়ে যেত। ছাত্রলীগের ক্ষমতা দেখিয়ে সে নেশার আড্ডা বসানোসহ বিভিন্ন অপকর্ম চালাতো। কেউ তার অপকর্মের প্রতিবাদ করলে অস্ত্র দিয়ে হুমকি দিত সে। এছাড়া তার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলার সাহস পেত না।

অন্যদিকে, এমসি কলেজের গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে সারাদেশ এখন তোলপাড়। দেশের মূল আলোচ্য বিষয় এখন এই ঘটনাটি। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতারে অভিযান চালালেও নিরব রয়েছে শায়েস্তাগঞ্জ থানা পুলিশ। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও এখন পর্যন্ত রনিকে গ্রেফতার বা তার সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর নিতে তার বাড়ি বাগুনিপাড়ায় যায়নি পুলিশ।

এ ব্যাপারে শায়েস্তাগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) মো. আল-মামুন বলেন- এখন পর্যন্ত সিলেট থেকে আমাদের কাছে কোন কাগজপত্র আসেনি। তবে যেহেতু এটি জাতীয় ইস্যু সেহেতু আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করব। তাকে গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেলে ২০ বছরের এক তরুণী তার স্বামীকে নিয়ে সিলেটের এমসি কলেজের ক্যাম্পাসে ঘুরতে যায়। এ সময় রাত সাড়ে ৮টার দিকে কয়েকজন বখাটে তার স্বামীকে ও তরুণীকে জোরপূর্বক কলেজ ছাত্রাবাসে তোলে নিয়ে যায়। পরে স্বামীকে একটি রুমে আটকিয়ে রেখে অপর রুমে ৫/৬ জন মিলে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে। রাত ১০টার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে উদ্ধার করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই তরুণীকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি সেন্টারে ভর্তি করেন। শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসের রুমে অভিযান চালিয়ে ১টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪টি রামদা,

১টি ছোরা ও জিআই পাইপ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে শাহ্ পরান থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া বিষয়টি তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ কার্যদিবসের মধ্যে এই কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে ছাত্রাবাসের দুই নিরাপত্তা কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ; সাইফুরের পর এবার অর্জুন লস্কর গ্রেফতার

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অন্যতম আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে একই মামলার আসামি ধর্ষক অর্জুন লস্কর। রবিবার ভোর ৬টার দিকে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার মদনহাটা নামক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে সিলেট জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

এর আগে রবিবার সকালে ছাতক খেয়াঘাট এলাকা থেকে ছাতক থানা পুলিশ গ্রেফতার করে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমানকে। সাইফুরের বাড়ি বালাগঞ্জ ও অর্জুনের বাড়ি জকিগঞ্জে।

সূত্র জানায়, ধর্ষণের ঘটনার পর অর্জুন পালিয়ে যায় হবিগঞ্জের মাধবপুর। সেখানে মদনহাটা এলাকায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থা নিয়েছিল সে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্জুনের অবস্থান সনাক্ত করে রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

শুক্রবার রাতে এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে নববিবাহিত এক দম্পতিকে তুলে নেয় ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান রণিসহ কয়েকজন। পার্শ্ববর্তী ছাত্রাবাসে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে

স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে তারা। পরে পুলিশ গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহতাবস্থায় স্ত্রীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় ধর্ষিতার স্বামী বাদী হয়ে ছাত্রলীগের ৬ ক্যাডারের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৩ জনকে আসামি করে সিলেট মহানগরীর শাহপরাণ থানায় মামলা দায়ের করেন। এছাড়া ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের সাইফুর রহমানের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধারালো ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনেও একটি মামলা হয়।

গণধর্ষণের ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আসামি ধরতে মাঠে নামলেও তারা ছিল অধরা। শেষ পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ছাতক থেকে ধরা পড়ে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমান।

মামলার অন্য আসামীরা হলো শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, তারেক আহমদ, অর্জুন লঙ্কর, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান। এরা সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাড়ছে উত্তেজনা, এবার যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে ভারত ও ইসরায়েলের যৌথ উদ্যোগ

কাশ্মীর ও লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান এবং চীনা বাহিনীর মোকাবেলা করতে ভারত যেসব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করেছে তার বেশিরভাগই ইসরায়েলি। এবার তাই ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধাস্ত্র বানাবে ভারত।

বালাকোটে স্যাটেলাইট গাইডেড ইলেকট্রো-অপটিক্যাল সেন্সরযুক্ত স্পাইস বোমা কিংবা লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) চীনা

বিমানবাহিনীর গতিবিধির ওপর নজরদারি করতে ‘হেরন’ ড্রোন ও ‘ফ্যালকন’ এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম (অ্যাওয়াক্স)- এসবই ইসরায়েলি সমরাস্ত্র।

সাম্প্রতিক নানা ঘটনাতেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইসরায়েল নির্ভরতা নজরে এসেছে। এবার সামরিক ক্ষেত্রে এ সহযোগিতাকেই নতুনমাত্রা দিতে সক্রিয় হয়েছে দুই দেশ। যৌথ উদ্যোগে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সাব-ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছে ভারত ও ইসরায়েল।
দুই দেশের প্রতিরক্ষা সচিব ও সমরাস্ত্র নির্মাতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা ওই গোষ্ঠীতে রয়েছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালায় জানিয়েছে, দ্বিপক্ষীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি উৎপাদিত অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম অন্য দেশে বিক্রি করাও ওই জোটের অন্যতম লক্ষ্য।

ভারতে অস্ত্র ও সমর সরঞ্জাম রফতানিকারক দেশগুলোর তালিকায় ইসরায়েলের স্থান চতুর্থ। রাশিয়া, আমেরিকা ও ফ্রান্সের পরেই। গত বছর ইসরায়েল থেকে প্রায় ১০০ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানি করা হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ও গবেষণা সংস্থার (ডিআরডিও) সঙ্গে ইতিমধ্যে একাধিক যৌথ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

ডিআরডিও ও ইসরায়েলি অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের যৌথ উদ্যোগে ভূমি থেকে আকাশ ‘বারাক’ ক্ষেপণাস্ত্রের তিনটি সংস্করণ উৎপাদনের কাজ চলছে।

এ ক্ষেপণাস্ত্র পেতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৬ হাজার ৮৩০ কোটি, বিমানবাহিনী ১০ হাজার ৭৬ কোটি এবং নৌবাহিনী ২ হাজার ৯০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

কয়েক বছর আগে প্রায় ৮ হাজার ১০৭ কোটি টাকা দিয়ে ইসরায়েল থেকে তিনটি ‘ফ্যালকন’ কিনেছিল ভারত। গত বছর পাকিস্তানের বালাকোটে হামলাকারী ১২টি মিরাজ-২০০০ ফাইটার জেটকে পরিচালনা করেছিল ইসরায়েলি অ্যাওয়াক্স।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

ইরাকে মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখার যুক্তি দেখাল যুক্তরাষ্ট্র

একজন মার্কিন কূটনীতিক অভিযোগ তুলে বলেছেন, ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহর হাত থেকে ইরাককে রক্ষা করার জন্য দেশটিতে মার্কিন সেনা মোতায়েন রাখা হয়েছে।

আমেরিকার রাজনীতিবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড হেইল শনিবার ওয়াশিংটনে ইরানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে দাবি করেন, ইরান-সর্থিত গোষ্ঠীগুলো মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের জন্য দায়ী। আমেরিকার এই সিনিয়র কূটনীতিক তার অভিযোগে আরও বলেন, দীর্ঘমেয়াদে ইরাকের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো বড় ধরনের হুমকি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে হেইল দাবি করেন, এই আন্দোলনকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার কাজে ইরান শত শত কোটি ডলার অর্থ খরচ করেছে।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন সময় ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতার জন্য অভিযুক্ত করলেন যখন এ অঞ্চলের সবগুলো দীর্ঘমেয়াদি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এই আমেরিকাই বাধিয়েছে। আমেরিকার বিভিন্ন সরকার মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব বাড়ানোর লক্ষ্যে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে লুটপাট চালানোর পাশাপাশি আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে।

সূত্র: পার্সটুডে

মেহেরপুরে অক্সিজেন সরবরাহ প্লান্ট ও জ্বীন এক্সপার্ট মেশিনের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ প্লান্টের ভিত্তি প্রস্তর ও মেহেরপুর বক্ষব্যাধি হাসপাতালে জ্বীন এক্সপার্ট মেশিনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন (এমপি)।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, করোনাযুদ্ধে আমরা সকলেই যোদ্ধা। এই যুদ্ধে সুস্থ থাকাটাই যোদ্ধার প্রধান কাজ। সুস্থ থাকার একমাত্র উপায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেকে সচেতন করে রাখা। আমরা নিজেরা সচেতনতার মধ্যে দিয়েই করোনা প্রতিরোধ করতে পারবো। কেননা প্রতিকারের থেকে প্রতিরোধই উত্তম। আর সেটা আমরা নিজেরাই করতে পারি।

অনুষ্ঠান শেষে তিনি রেপ্লিকা উন্মোচন করে অক্সিজেন সরবরাহ প্লান্ট ও জিন এক্সপার্ট মেশিনের উদ্বোধন করেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে জুম ভিডিও কনফারেন্স ও সরাসির অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন পরিচালক ডা. সামিউল ইসলাম, সির্ভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন, মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক উপাধাক্ষ প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, ডা. রফিকুল আলম, হাসানুজ্জামান মালেক, শামীম আরা হীরা।

ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ঘটনায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এমসি ও সরকারি কলেজের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কলেজ ও ছাত্রাবাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর অভিযোগ করেন, করোনা পরিস্থিতিতে কলেজ বন্ধ থাকার পরেও ছাত্রাবাস কীভাকে খোলা রাখেন কলেজ কর্তৃপক্ষ? এসব অপরাধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অবগত থাকার পরেও কেন ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হল না। আজ আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠে কলঙ্কের দাগ লেগেছে।

এসময় শিক্ষার্থীরা ধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় তারা আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান।
বিডি প্রতিদিন

গণধর্ষণের আসামি ছাত্রলীগের সাইফুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা

সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও আরেকটি মামলা

হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনার পর শুক্রবার রাত ২টার দিকে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে সাইফুরের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রচুর পরিমাণে দেশীয় ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শনিবার সকালে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

করোনার কারণে কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ থাকলেও সাইফুর রহমানসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডার ছাত্রাবাসে বসবাস করতো। ছাত্রাবাসে অবস্থান করে কলেজ ক্যাম্পাস, টিলাগড় ও বালুচর এলাকায় তারা নিয়মিত ছিনতাই ও অপহরণ করতো। রাতে ছাত্রাবাসে জুয়া ও মাদকের আসরও বসাতো বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ির এক তরুণী স্বামীকে সাথে নিয়ে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসে। এসময় ছাত্রলীগকর্মী এম. সাইফুর রহমান ও শাহ মাহবুবুর রহমান রনির নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী কলেজ ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে যায় আসামিরা। পরে সেখানে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তারা।

এসময় ছাত্রলীগকর্মীরা ওই তরুণীর স্বামীর প্রাইভেট কারও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের প্রাইভেট কার উদ্ধার করে। পরে ধর্ষনের শিকার তরুণীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর রাতভর অভিযান চালালেও ধর্ষণ ও অস্ত্র মামলার আসামি সাইফুর ও তার সহেযাগী কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন